ওঁ তৎসৎ

পরমেশ্বরের মহিমা

প্রকাশার্থে

বস্তু বিচার

ব্রাহ্ম সমাজে ব্যক্ত হইয়া

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা

২০ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ওঁ তৎসৎ

প্রথমাধ্যায়ঃ ।

৩১ শ্রাবণ ১৭৬৬

পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যোগ্য সুনিয়ম সকল সংস্থাপন দ্বারা এই বিশ্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। সেই সকল নিয়ম এপ্রকার আশ্চর্য্য যে তাহা চিন্তা করিলে চমৎকারে স্থির হইতে হয়; সেই সকল নিয়মের পরস্পর এপ্রকার কৌশল যুক্ত সম্বন্ধ যে তাহা আলোচনা করিলে জগদীশ্বরকে একান্ত মনে ধন্যবাদ করিতে হয়, এবং সেই সকল নিয়ম এপ্রকার প্রচুর মঙ্গলের কারণ যে তাহা স্মরণ করিলে কৃতজ্ঞতা সাগরে মগ্ন থাকিতে হয়। জল বায়ু মৃত্তিকা অগ্নি ইহারদিগের প্রত্যেকেতে এরূপ গুণের আরোপণ করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়োগ করিয়াছেন, যে তাহাতে জলস্রোতের ন্যায় অনায়াসে সংসারের কার্য্য যথা ক্রমে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল ঈশ্বরকৃত গুণের ও সম্বন্ধের সঙ্খ্যা করা যদিও মনুষ্যের সাধ্য নহে, এবং যদিও

সেই সকলকে মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সম্ভব নহে, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবার জন্যে এই জগতের রচনা বিষয়ে যথা শক্তি কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি; বিশেষতঃ এই সংসার রূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে বেদেতেই অনুমতি আছে।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্য অস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি
ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন

আমারদিগের প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎপদার্থ। যে কালে পৃথিবী সেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহার নাম বৎসর। এই বৎসরের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে. শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি প্রভৃতি এই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ মাসের মধ্যে যথাক্রমে গমনাগমন করে। প্রতিবৈশাখে গ্রীষ্ম, প্রতি-আষাঢ়ে বর্ষা, প্রতিভাদ্রে শরৎ, প্রতিকার্ত্তিকে শিশির, প্রতিপৌষে শীত, এবং প্রতিফাল্গুণে বসন্ত কাল অবাধে হইতেছে; কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে বৃক্ষাদিতেও এ প্রকার স্বভাব আছে, যে তাহারদিগের ফল পুষ্প উৎপত্তি প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সকল ঋতুর সহযোগে ঐ এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দিন দিন বৃক্ষাদির অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে থাকে, এবং সম্বৎসরে সেই সমুদয় ব্যাপার সমাধা হওয়াতে যথা নির্দ্দিষ্ট কালে ফলাদির উদ্ভব হয়। আম্র বৃক্ষে পৌষমাসে মুকুল হইবে, এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সেই মুকুল পক্ব আম্র হইবে ইহা যত কাল বৎসরের এই পরিমাণ

থাকিবে, এবং যত কাল বৃক্ষাদিরও এই গুণ থাকিবে, তত কাল অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর বৎসরকে বৃক্ষাদির যোগ্য করিয়াছেন, এবং বৃক্ষাদিকে বৎসরের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই উভয়েব পরস্পর এতদ্রূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের উদ্ভিজ্জ যন্ত্র নিয়ম মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে; তাহাতে প্রতি বৎসর যথা নির্দ্দিষ্ট কালে পুষ্প ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বৎসরের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক বা অল্প করিলেও করিতে পারিতেন তাহার প্রতি সন্দেহ কি? পৃথিবী এইক্ষণে সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫০,০০,০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন * অন্তরে স্থাপিত আছে, কিন্তু যদি এই অন্তরের পরিমাণ ইহার অষ্টম ভাগ ন্যূন হইত, তবে গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অল্প হইয়া একাদশ মাস হইত, এবং অষ্টম ভাগ অধিক হইলে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অধিক হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইত। অথবা যে শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৭৩,০০,০০০ ত্রিসপ্ততিলক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, তাহার স্থানে থাকিয়া তাহারই পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইত; বা যে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫৮,০০,০০০ এক কোটি অষ্টপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, পৃথিবী তাহার পথে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিলে এইক্ষণকার ত্রয়োবিংশতি মাসে বৎসর হইত। এই রূপে বর্ত্তমান অপেক্ষা

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

কেবল বৎসরের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে এ পৃথিবীর কি সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থা হইত! পৃথিবীর সেই কল্পিত অবস্থানুসারে বৃক্ষাদির গুণ সংস্থাপিত না হইলে শস্য ফলাদি উৎপন্ন হইবার কোন নিয়ম কোন শৃঙ্খলা থাকিত না—সমুদয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইত।

এপ্রকার ফল আছে যাহা পক্ব হইবার জন্য এক সম্পূর্ণ বৎসর আবশ্যক হয়। বিল্ব এবং আম্রাতক যাহা প্রায় দ্বাদশ মাসে সুপক্ব হয়, এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইলে কি প্রকারে তাহা পক্ব হইতে পারিত? দুই মাসের বর্ষাতে যে ধান্য প্রস্তুত হয় একমাসের বৃষ্টিতে কিপ্রকারে তাহা পুষ্ট হইতে পারিত? গাঢ় শীত মধ্যে মুদ্গ চণক প্রভৃতি যে সকল শস্য বৃদ্ধি হয়, বৎসরের হ্রাস দ্বারা শীতের ভাগ অল্প হইলে কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত? এই রূপ দীর্ঘতর বৎসর হইলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত না। শস্য বা ফল সকল যে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, শীত, বা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে সুন্দররূপে পুষ্ট হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগে অধিক সময় পর্য্যন্ত শীতে সঙ্কুচিত, উত্তাপে উত্তপ্ত, বা বর্ষাতে সিক্ত থাকিলে অবশ্য নষ্ট হইতে পারিত। শীতকালে মুকুল হইয়া পরে গ্রীষ্ম দ্বারা আম্র প্রভৃতি উন্নত এবং পক্ব হয়, কিন্তু যদি ক্রমশঃ ছয় মাস শীতই থাকিত এবং তাহাতে গ্রীষ্ম মাত্র না হইত তবে কি প্রকার আমরা এরূপ সুস্বাদু আম্রের আস্বাদ জানিতাম? মুকুল সকল ক্রমে উচ্ছিন্ন হইত। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জম্বু ও পনস হইয়াছে এবং তাহারদিগের স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে যে তাহারা দ্বাদশ

মাস অন্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা তিনগুণ দীর্ঘতর বৎসর হইয়া ছত্রিশ মাসে এক বৎসর হইলে এবং ছয়মাস পরিমিত কাল এক এক ঋতুর পরিমাণ হইলে সেই বৎসরের প্রথমেই ছয় মাস গ্রীষ্মের দ্বারা জম্বু ও পনসের উৎপত্তি দূরে থাকুক দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকাল আসিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগের আধার বৃক্ষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইত— ইহাতে এপৃথিবীতে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? কিন্তু জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আমারদিগের সুখের আলয় করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন, ও সেই প্রকার আকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, এবং পৃথিবীকেও সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার বেগশক্তি দিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া সময়কে বৎসরে বিভক্ত করিতে পারিতেছে; তিনি সূর্য্যকে সেই রূপ তেজস্বি ও সেই পরিমিত দূরে স্থাপিত করিয়াছেন যাহাতে ঋতু সকল সম্বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্ত হইয়া যথোচিত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা-দ্বারা বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিতেছে; এবং বৃক্ষাদিকে এমত কৌশলে রচনা করিয়াছেন যাহাতে তাহারা ঐ এক বৎসর কালের মধ্যে ঋতুর সঙ্গে ঐক্য থাকিয়া ফল পুষ্পের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইতেছে। এই বৃহৎ পৃথিবী যাহা আমারদিগের পদতলে পতিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কত লক্ষ যোজন দূরস্থিত মহা-পরাক্রম বৃহত্তর সূর্য্যকে অতি উপযুক্ত রূপে বদ্ধ করা কি প্রকার জ্ঞান এবং কি প্রকার শক্তি দ্বারা সম্ভব হয়? ইহা

সেই প্রকার শক্তি ও সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় যাহাকে চিন্তাতেও সীমা করা যায় না।

ফলতঃ বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর কি উপকারের জন্য পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির স্বভাব অনুসারে বৎসরের পরিমাণ করিয়াছেন এবং বৎসরের পরিমাণের উপযুক্ত পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? বিবেচনা করিলে ইহা কেবল আমারদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তেই করিয়াছেন। সূর্য্যের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর এই সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাতে তৃণ, লতা, বৃক্ষ কিছুই উৎপন্ন হইত না; সুতরাং জীবন রক্ষার মূলাধার যে শস্য ও ফল তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতাম না — আমরাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতাম? কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগকে উক্ত সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। হে জগদীশ্বর তুমিই ধন্য!

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

২১ ভাদ্র ১৭৬৬

ষষ্টি দণ্ড কাল পরিমিত দিবা রাত্রিতে পৃথিবী আপনার নাভিকে একবার প্রদক্ষিণ করে; এই প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এই প্রকার পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ বার আপন নাভিকে প্রদক্ষিণ করত এক বার সূর্য্যকে বেষ্টন করে। পৃথিবীর স্বনাভি বেষ্টন কালীন যে অংশ সূর্য্যের

সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেই অংশে তৎকালে তাহার আলোক প্রকাশ হইয়া দিবস হয়, এবং যে অংশ তাহার বিমুখ থাকে, সেই অংশে তখন তাহার আলোকের অভাব প্রযুক্ত রাত্রি হয়।

এই দিবারাত্রির সহিত অত্রস্থ উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এপ্রকার সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, এবং তাহারদিগের স্বভাব ও দিবারাত্রির পরিমাণ উভয়ই পরস্পর এ প্রকার উপযুক্ত হইয়াছে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট যষ্টি দণ্ডের মধ্যে উদ্ভিজ্জাদির দৈনিক ক্রিয়া সকল অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে প্রকার প্রাত্যহিক গতি আছে, তন্নিবাসি উদ্ভিজ্জাদিরও কতক গুলীন প্রাত্যহিক ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে। আলোক ও অন্ধকারের যে রূপ প্রত্যহ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে বৃক্ষাদির ও জন্তু সকলের শরীর মধ্যে প্রতি দিন যষ্টি দণ্ড অন্তরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। কি সূক্ষ্ম রূপে পরমেশ্বর পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির সহিত প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন!

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর অন্তঃকরণে এই প্রকার প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে ঈশ্বর রাত্রি দিবার পরিমাণ যষ্টি দণ্ডই কেন করিলেন ইহার ন্যূনাধিক কেন না করিলেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কেন সহস্র বার আপন নাভিকে বেষ্টন না করে? বৃহস্পতি এবং শনির আহ্নিক গতি প্রায় পঞ্চবিংশতি দণ্ডের মধ্যেই সম্পন্ন হয়; পৃথিবীর আহ্নিক গতির কাল এই পরিমাণ না হইল কেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কি কারণে প্রায় ৩৬৫ বার

মাত্রই আপন নাভিকে বেষ্টন করে? এই প্রকার প্রশ্ন সকলের এই মাত্র সিদ্ধান্ত, যে এই পৃথিবী স্থিত প্রাণি সকলের যে প্রকার স্বভাব তাহাতে দিবা রাত্রির বর্ত্তমান পরিমাণ যে ষষ্টি দণ্ড তাহাই উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণ ষষ্টি দণ্ড করিয়াছেন; ইহার অন্যথ হইলে পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্ন হইত না, প্রাণির জীবন পরিপালিত হইত না, সুখের ভাগ এতাদৃক্ হইত না, এবং ঈশ্বরের মহিমাও প্রদীপ্ত থাকিত না।

দিনমান এবং রাত্রিমাণের সহিত উদ্ভিজ্জের যে সম্বন্ধ তাহা মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে, এবং অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে বৃক্ষ গুল্ম লতাদির কতক গুলীন অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া প্রতি দিন নিয়ম মত পরিবর্ত্ত হয়। সূর্য্যমণি নামক পুষ্প সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল হয়, বন্ধুজীব নামক পুষ্প মধ্যাহ্ন কালেই প্রস্ফুটিত হয়, শেফালিকা মল্লিকা জূথিকা প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে প্রকাশিত হয়, এবং কতশত পুষ্প বিদ্যমান আছে যাহারা কেবল রাত্রিকালেই বিকসিত হইয়া থাকে। দিবসের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ এবং রজনীর সহিত কুমুদের যে সম্বন্ধ ইহা কাহার না বিদিত আছে? অতএব জগদীশ্বর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষাদিকে বিশেষ বিশেষ নিয়মের স্বাধীন করিয়া তাহারদিগের শরীরকে এরূপ যন্ত্র রূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের নিয়মিত দৈনিক ক্রিয়া সকল ষষ্টি দণ্ড অন্তরে পুনরাবৃত্ত হইয়া যথ উপযুক্ত উপকার করিতেছে। সর্ব্বদা সম্মুখস্থ হইলে বস্তুর সৌন্দর্য্য গ্রহণ হয় না, এবং অবিশ্রান্ত আস্বাদিত হইলে তাহার

স্বাদু গ্রহণে রসনা সমর্থা হয় না। কেবল দূর এবং অভাব দ্বারাই বস্তুর সমাদর হয়। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বর দত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত রহিয়াছি, ততক্ষণ ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারি না; কিন্তু বিবেচনা কর, দিবারাত্রির এই পরিমাণ রক্ষা করিয়া তিনি বৃক্ষলতাদির প্রাত্যহিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন কাল যদি ৪০ দণ্ড মাত্র করিতেন, তবে কি এপৃথিবীতে সুখ থাকিত? ইহাতে স্বভাবতঃ মধ্যাহ্ণ কালে যে পুষ্পজাতি একবার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ কালীন রাত্রি থাকিলে মধ্যাহ্ণের সূর্য্য কিরণ অভাবে সে কি প্রকাশ হইতে পারিত? স্বভাবতঃ সুশীতল নিশা মধ্যে যে পুষ্প জাতি একবার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ে মধ্যাহ্ণকাল প্রাপ্ত হইলে শিশির অভাবে সে কি প্রফুল্ল হইতে পারিত? এইরূপে তাহারদিগের স্ব্ভাব বিকৃতি হইতে থাকিলে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বর এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ গুল্ম লতাদির স্বভাব সৃষ্টি করিয়া তদুপযুক্ত দিবারাত্রির পরিমাণ করিয়াছেন, এবং দিবারাত্রির দীর্ঘতা অনুসারে বৃক্ষাদির দৈনিক ক্রিয়াকাল পরিমাণ করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল প্রচুর রূপে বিস্তীর্ণ হইতেছে।

জন্তুরও এই প্রকার অনেক দৈনিক স্বভাব আছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সামান্যতঃ সমুদয় জন্তুর আবশ্যক এবং পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণের সহিত উক্ত সকল শারীরিক কার্য্যের এপ্রকার সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন যে তাহারা ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্পন্ন হইলে সুস্থতা

দায়ক, এবং সম্যক্ সুখের কারণ হয়। সকল জন্তুরই এই-রূপ দেহের অবস্থা যে তাহারা যষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে আহার নিদ্রাদি সম্পন্ন করিতে সময় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অনেক প্রাণি জাতি দিবা ভাগে আহারাদি করে, এবং বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি কতক গুলীন রাত্রিকালে আহারাদি করে। যাহারা দিবাচর তাহারা রজনীতে নিদ্রা যায়, এবং যাহারা রাত্রিচর তাহারা দিবসে নিদ্রিত থাকে। কিন্তু জন্তু-দিগের ব্যবহার সহস্রপ্রকার হউক, তথাপি পৃথিবীর একবার আহ্নিক গতির মধ্যে দিবস যামিনীর একবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তাহারদিগের আহারাদি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মনুষ্যের প্রকৃতিও এই পরিমিত সময়ের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে। মনুষ্য উত্তমাধম সমুদয় ব্যাপার স্পষ্ট রূপে দর্শন করিয়া সংসার নির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকিবেন এই জন্য জগদীশ্বর আলোকযুক্ত দিবসের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিবসের পরি-শ্রমে ক্লিষ্ট হইলে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত হইবেন এই নিমিত্তে তাঁহার স্বভাব যোগ্য রজনীর সৃষ্টি ও পরিমাণ করিয়াছেন-যে তখন লোকালয় সকল বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়াতে এবং সুতরাং জনরবশূন্য হওয়াতে বিনা ব্যাঘাতে তাঁহার নিদ্রা হইতে পারে। পরে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা দ্বারা ক্লেশ দূর হইয়া যখন শ্রমের যোগ্যতা পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন ঈশ্বর প্রেরিত বিহঙ্গ সকল প্রত্যূষে অগ্রে জাগ্রৎ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম ভূমিতে আহ্বান করে। দেশ বিশেষে দিবা রাত্রি ও শীতউষ্ণতার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত মনুষ্যের শারীরিক অবস্থারও ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু

সমুদয় প্রকার অবস্থান্বিত মানবগণ আহারাদি সমুদয় দৈনিক কার্য্য ষষ্টি দণ্ডের মধ্যেই সম্পাদন করিলে স্বচ্ছন্দ থাকেন। প্রতিদিন ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্য সকল যে রূপ পুনরাবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের শরীর যন্ত্রের কার্য্য সকলও পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। বিবেচনা কর, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কালের দীর্ঘতা যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত, তবে তাহা আমারদিগের কি ক্লেশ, কি বিরক্তি, এবং কি অসহিষ্ণুতার কারণ হইত? কিম্বা পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিমাণ কাল এতাদৃশ থাকিয়া আমারদিগের যদি একমাস অন্তরে এক দিন স্বভাবতঃ সুষুপ্তির আবির্ভাব হইত, তাহাতেও ত্রিশ দিন দিবা রাত্রি অবিশ্রামে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা একেবারে বিকল হইয়া পড়িতাম। অথবা মাসান্তে এক বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইলে উপযুক্ত অন্নরসের অভাব হেতু বলহীন শরীর দ্বারা কি প্রকারে সংসারের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত? কিন্তু জগদীশ্বর এসমুদয় উপদ্রব হইতে অবনী মণ্ডলকে মুক্ত রাখিয়াছেন, সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা জীব সকলকে নির্ভয় করিয়াছেন, এবং আপনার করুণা সংসারে বিস্তার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য যে পৃথিবীর গতির পরিমাণ মাত্রের সঙ্গে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এতাদৃশ সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধ মাত্র তাহারদিগের এতাদৃশ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে. এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াছি যে অন্য কত তেজোমণ্ডল যাহা আমারদিগের মস্তকোপরি উদ্দীপ্ত দেখিতেছি তাহারদিগেরও এই প্রকার আহ্নিক গতি এবং সাম্বৎসরিক গতি আছে;

অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহাতেও পরমেশ্বরের এই রূপ অনন্তজ্ঞান এবং অনন্ত দয়া প্রচারিত রহিয়াছে। সেই পুরুষ ধন্য যিনি বিবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা এই অনন্ত তুল্য বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার অপার মহিমা এবং অসীম করুণা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

তৃতীয়াধ্যায়।

৪ আশ্বিন ১৭৬৬

হস্ত হইতে এক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইলে তাহা ঊর্দ্ধ্বদিকে গমন না করিয়া অধোভাগে পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়? এই প্রশ্ন বিচার করিলে অবশ্য প্রত্যয় হইবে যে পৃথিবীর এমত এক স্বভাব আছে যাহার বল দ্বারা সেই প্রস্তর খণ্ড ঊর্দ্ধ্ব গমনে অশক্ত হইয়া ভূমি তলে আগমন করে। এই স্বভাবের নাম আকর্ষণ এবং ইহা সমুদয় জড় পদার্থের এক সাধারণ গুণ।

প্রতি পরমাণুতে এই আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, সে দ্রব্যের আকর্ষণ শক্তি তত পরিমাণে অধিক হয়। পৃথিবী তাহার নিকটবর্ত্তি সমুদয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে সকল দ্রব্যকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। এপ্রযুক্ত যে সকল দ্রব্য

নিরবলম্ব তাহারা কোন বস্তু দ্বারা প্রতিবন্ধ না হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য সাবলম্ব অর্থাৎ হস্ত বা মস্তক বা অন্য কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করে, তাহারা সেই হস্তাদি অবলম্বকে ভারাক্রান্ত করিয়া ভারিত্বের বোধ জন্মায়। ইহাতেই দ্রব্য ভারী হয়, অতএব আকর্ষণ শক্তিই কেবল ভারিত্বের কারণ। পরন্তু আকর্ষক দ্রব্য যে পরিমাণে স্থূল হয়, তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা আকৃষ্ট দ্রব্যও সেই পরিমাণে ভারী হয়। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা স্থূলতর হইত তবে তাহার আকর্ষণ শক্তি অধিক হইয়া পৃথিবীস্থিত দ্রব্য সকলও অধিক ভারি হইত।

কিন্তু জগদীশ্বর কি সুন্দররূপে কি আশ্চর্য্যরূপে এই পৃথিবীর স্থূলত্ব পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে যথা আবশ্যক আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া দ্রব্য সকলকে ধরণীর ক্রোড়ে বদ্ধ রাখিতেছে। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা কোটি গুণ স্থূল হইত, তবে তদনুসারে তাহার কোটি গুণ আকর্ষণ বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীস্থ বস্তু সকল কোটি গুণ ভারি হইলে কি দুরবস্থা হইত! বৃক্ষের স্কন্ধ তাহার শাখা সকলের ভার ধারণ করিতে অশক্ত হইত, শাখা গণ তাহারদিগের পত্রাদি গুচ্ছ ভারে ভগ্ন হইত, এবং বৃন্ত সকল উপযুক্ত মত তাহারদিগের সংলগ্ন পুষ্প ফলকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইত। জন্তুদিগের স্তম্ভ স্বরূপ যে পদ তাহা কি তাহারদিগের শরীরকে ইতস্তত বহন করিতে শক্তিমান্ হইত? অধিক আকর্ষণ বলে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে স্বেদ নিঃসরণ বা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কি সম্ভব হইত? এবং বর্ষণের জল

বিন্দু পর্য্যন্ত শিলা অপেক্ষাও ভারী হইলে এ পৃথিবীস্থিত প্রাণিগণের শরীর রক্ষা কি সুসাধ্য হইত? পৃথিবীর স্থূলত্ব সুতরাং আকর্ষণের বর্ত্তমান পরিমাণ অন্যথা হইলে সমুদয় অবনী উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা। ধরণী অতি লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণও অতি অল্প হইলে অন্য এক বিপরীত প্রকার অশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্য অতি অল্প শক্তিতে চাঞ্চল্যমান হইত, অতি ক্ষীণ শক্তি দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অস্থির অবস্থায় থাকিত বা চূর্ণ হইত। ইহার দুই তিন বিশেষ দৃষ্টান্তের প্রতি বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৃক্ষ লতাদি সকলের এই প্রকার স্বাভাবিক কৌশল আছে যে তাহারা মূলের দ্বারা পৃথিবী হইতে রস শোষণ করে এবং তাহারদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তি নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা সেই রস প্রতি শাখা পল্লব পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হয়। বৃক্ষের মৃত্তিকাস্থিত মূল অবধি ঊর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত রস সঞ্চালনে কি সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়? মূল অবধি প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি এক এক রস ধারাকে কেবল স্থগিত রাখিতে হয়, তাহাতেই কি অল্প শক্তি আবশ্যক? কোন বৃক্ষ যদি দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ হয় তবে এক হস্তের অষ্টম ভাগ স্থূল রস ধারাকে ঊর্দ্ধ দিকে কেবল স্থির রাখিবার জন্যে প্রায় বত্রিশ সের ভার ধারণ যোগ্য শক্তি আবশ্যক হয়। কিন্তু সে রস ধারা স্থির নহে, প্রতিক্ষণ অত্যন্ত বেগের সহিত সমুদয় পত্র পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা কি অল্প শক্তির কর্ম্ম? এই ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তে ঈশ্বর বৃক্ষাদির মধ্যে যে যন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা প্রবল

শক্তির সহিত পৃথিবী হইতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধ দিকে রস উত্থিত হইতেছে, কিন্তু পৃথিবীও আপনার আকর্ষণ শক্তি দ্বারা সেই বৃক্ষস্থ ঊর্দ্ধগামি রস ধারাকে ভূমিতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা পরমেশ্বর বৃক্ষাদির ঐ শারীরিক বলকে সেই প্রকার সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে অবনির আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া সেই রূপ বেগে রসের সঞ্চালন হয় যাহাতে তাহারা নষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতই হইতে থাকে। উদ্ভিজ্জের ঊর্দ্ধ আকর্ষণ এবং পৃথিবীর অধঃ আকর্ষণ এই উভয় শক্তির পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ এবং অভ্রান্ত পরিমাণ দ্বারা বৃক্ষাদির রস পর্য্যটন কার্য্য অতি পরিপাটী রূপে নিয়ম পূর্ব্বক সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবী স্থূলতর হইয়া তাহার আকর্ষণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে ঊর্দ্ধ রস সঞ্চালনের বেগও অবশ্য অল্প হইত তাহাতে যে ঋতুতে রসের যেরূপ প্রাচুর্য্য আবশ্যক তাহার অভাব হইয়া সুতরাং তরুলতাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক দশা প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর স্থূলত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার আকর্ষণের এপ্রকার বৃদ্ধি করিলেও ঈশ্বর করিতে পারিতেন যাহাতে উদ্ভিজ্জ জীবনের মূলীভূত যে রসের গতি তাহা এক কালীন রুদ্ধ হইত; তাহা হইলে এই রত্নময়ী পৃথিবীতে বৃক্ষাদির শোভা কোথায় থাকিত? তৃণ পত্র শস্যাদির অভাবে আমরাই বা কোথায় থাকিতাম? অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য বৃক্ষাদির ঊর্দ্ধগামি রস অতি প্রবল বেগে এবং অধোগামি রস অতি মৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও তাহারদিগের বিনাশ হইত।

প্রাণিদিগের শরীরের সহিত পৃথিবীর স্থূলত্বের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! জন্তুর শরীর মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে মাংসপেশী সকল আছে, সেই সকল মাংসপেশীর সঙ্কোচন এবং শৈথিল্য দ্বারা বল উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারাই দেহ যন্ত্রের সমুদয় কার্য্য নিপুণরূপে সম্পন্ন হয়। সেই বল দ্বারা জন্তুসকল গমন ভোজন ধাবন প্রভৃতি কত কর্ম্ম সাধন করে এবং কেবল সেই বল দ্বারাই পৃষ্ঠোপরি বা মস্তকোপরি তাহারা প্রকাণ্ড ভার সকল বহন করিতেছে। কিন্তু জন্তুদিগের এই স্বভাব সত্ত্বে যদি পৃথিবীর স্থূলত্ব বৃদ্ধির দ্বারা আকর্ষণের বৃদ্ধি হইত, তবে সেই আকর্ষণ শক্তি জন্তুদিগের শারীরিক বলের প্রতিবন্ধক হওয়াতে তাহারা স্ফূর্ত্তির সহিত গতিবিধি করিতে সমর্থ হইত না। অধিকতর বলবান্ আকর্ষণ দ্বারা প্রাণিগণের বলের পরিমাণ অপেক্ষা শরীর অধিক ভারযুক্ত হইলে তাহারদিগের শরীর সঞ্চালন অতি কষ্ট সাধ্য হইত। ইহ হইলে মনুষ্যের বশীভূত অশ্বগণ যথা প্রয়োজনমতে শীঘ্র বেগে ধাবিত হইত না, মৃগশাবক সকল আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া অরণ্যময় নৃত্য করিত না, লঘুদেহ পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রফুল্লতার সহিত বায়ু সাগরে ভাসমান হইত না, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলে মধুমক্ষিকেরা পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া সুখের সহিত মধুসঞ্চয় করিত না এবং আনন্দময় শিশু সকল প্রফুল্ল আননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মাতা পিতার স্নেহ পূর্ণ অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করিত না। পৃথিবীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা; অবনির এপ্রকার প্রকাণ্ড স্থূলত্ব হইলেও হইতে পারিত

যে তাহাতে আকর্ষণ আত্যন্তিক অপরিমিত হইয়া সমুদয় জঙ্গম জন্তুকে স্থাবর বৃক্ষাদির ন্যায় অচল করিত, যাহাতে এপৃথিবী বর্ত্তমান জন্তু সকলের আবাস যোগ্য হইত না। অথচ পৃথিবী অতি লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি অল্প হইলে আমারদিগের শরীর অতি অল্প আঘাত দ্বারাতেও ভগ্ন হইত, বায়ুর পরমাণু সকল দূর দূর হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না তাহাতে রক্তের স্বভাব বিকৃত হইলে আমরা এজগৎকে দর্শন করিতে আর থাকিতাম না।

শরীরের রক্ত সঞ্চালন এবিষয়ের এক প্রধান দৃষ্টান্ত। আমারদিগের দেহ মধ্যে হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া অগণ্য নাড়ীর দ্বারা শরীরময় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইতেছে, সকল অঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে এবং শরীরের অন্য অন্য অঙ্গকে নিয়ত পোষণ করিতেছে, এবং একাদিক্রমে বায়ুর সহিত সংলগ্ন দ্বারা অনবরত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরকে বিকার হইতে মুক্ত রাখিতেছে। এইপ্রকারে রক্ত পর্য্যটন মনুষ্য জীবনের মূলীভূত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য বেগে রক্ত সঞ্চালন হয়. পরীক্ষা দ্বারা প্রতীতি হইয়াছে যে শরীরস্থ রক্ত প্রতিপলে প্রায় চল্লিশ হস্ত ধাবিত হয়, সমুদয় রক্ত প্রতিদণ্ডে প্রায় অষ্টবার শরীর পর্য্যটন করে, এবং এই প্রকার বেগবান্ হওয়াতেই তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা পায়। রক্ত যখন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ঊর্দ্ধগতি দ্বারা শরীরে সঞ্চালিত হয়, তখন পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে নিম্নদিকে তাহাকে আকর্ষণ করে; যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা পৃথিবী অধিক গুরুতর হইত তবে তদ্দ্বারা আকর্ষণের

শক্তি বৃদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধগামি রক্তের বেগ হ্রাস হইলে যথা প্রয়োজন মতে শরীরের রক্ত পরিবেশন অসম্ভব হইত, এবং অধোগামি রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইলেও শরীর যন্ত্রের ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইত। অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য ঊর্দ্ধ গামি রক্ত অতি প্রবল বেগে এবং অধোগামি রক্ত অতিমৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও জীবন রক্ষা দুষ্কর হইত। এস্থলে বর্ত্তমান আকর্ষণ স্বতরাং পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিমাণ আমারদিগের জীবনের মুখ্য কারণ হইয়াছে।

ফলতঃ জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদিতে সেই প্রকার শক্তি স্থাপন করিয়াছেন, জন্তুদিগের অঙ্গে সেই প্রকার বলকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং শরীরের রক্তে সেই প্রকার বেগ সমর্পণ করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য স্বন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে; এবং পৃথিবীতে সেই প্রকার স্থূলত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি পরমাণুতে সেই প্রকার পরিমিত আকর্ষণ বল সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাহা ক্ষিতিতলস্থ কোন পদার্থের অনিষ্ট দায়ক না হইয়া সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

যে পুরুষ পদার্থমাত্রে এক আকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতিকে যথা স্থানে নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, এবং সেই আকর্ষণ শক্তিকে যে পুরুষ এই অবনিস্থিত লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি জাতের শারীরিক বলের সহিত সূক্ষ্ম রূপে পরিমাণ করিয়া এরূপ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি কি,

বিচিত্র, জ্ঞান কি আশ্চর্য্য, মহিমা কি অনির্ব্বচনীয়, করুণা কি অনন্ত!

চতুর্থাধ্যায়।

১৮ আশ্বিন ১৭৬৬

যে প্রকার কদম্ব পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি করে, সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপিত আছে। এই বায়ু মণ্ডল পৃথিবী হইতে প্রায় পঞ্চ যোজন উচ্চপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, এবং তাহার প্রত্যেক হস্ত দীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৬৫ মণ বায়ুর ভার রহিয়াছে। যে প্রকার সাগরের মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু সকল বসতি করে, সেই প্রকার এই বায়ু সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষি, বৃক্ষ, লতাদি মগ্ন রহিয়াছে। এই বায়ু নানা বিধ গুণ দ্বারা এপৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর প্রাণ হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্রে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা স্মরণ করিতে মন আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই বায়ু মণ্ডলের উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা নিম্নস্থ বায়ুর কিয়দংশ সঙ্কুচিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তদ্দ্বারা জলজন্তু সকল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যদি বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইয়া

অল্প ভার প্রযুক্ত বায়ুর অংশ জল মধ্যে উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট না হইত, তবে কোন্ জীব জলে জীবন ধারণ করিতে শক্তিমান্ হইত ?

আশ্চর্য্য যে বায়ুর ভার না থাকিলে জল এ পৃথিবীতে বাস্পের আকৃতি গ্রহণ করিত । এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা তরল বা কঠিন কেন হয় ইহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অধিক নিকটবর্ত্তি বা অধিক সঙ্কুচিত সেই দ্রব্য গাঢ় বা কঠিন হয়, এবং যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অল্প সঙ্কুচিত বা দূর দূর স্থায়ি তাহা তরল বা লঘু হইয়া থাকে । কার্পাস রাশির উপরে লৌহ আদি কোন গুরু বস্তু রাখিলে নিম্নস্থ কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া যে রূপ কঠিন হয়, তদ্রূপ জল সামান্যতঃ বাস্প স্বরূপ লঘু হইলেও বায়ু ভারে আক্রান্ত প্রযুক্ত গাঢ় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে । ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু মণ্ডলের ভার দ্বারা জলের জলত্ব হইয়াছে । এই ক্ষণে বিবেচনা কর যে জগদীশ্বর কি সূক্ষ্ম রূপে কি আশ্চর্য্য রূপে বায়ুর পরিমাণ করিয়াছেন ; এই বায়ুর পরিমাণ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত তবে বায়ু মণ্ডলের ভার অল্প হইয়া এপৃথিবীর নদ নদী সাগরাদি সমুদয় জলাশয় বাস্প বা কুজ্ঝটিকাবৎ হইত । বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও তাহার বৃহৎ ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া জল সমূহ মৃত্তিকাবৎ বা প্রস্তরবৎ কঠিন হইত ; ইহাতে জীবের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পাইত ?

এই দৃষ্টান্তে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণ গৌণ রূপে আমার-

দিগের জীবনের আধার হইয়াছে, কিন্তু ইহার এক মুখ্য দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। রাশীকৃত কার্পাস কোন স্থানে স্থাপিত হইলে তাহার উপরিস্থ কার্পাসের ভার দ্বারা নিম্ন ভাগস্থ কার্পাস ঘনীকৃত হয়, সেই রূপ বায়ু মণ্ডলের উপরি ভাগস্থ বায়ুর ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়। এই হেতু পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পর্ব্বতের অধোভাগস্থ বায়ু অপেক্ষা তাহার শিখরস্থ বায়ু অত্যন্ত লঘু হয়, এবং যে স্থান ভূমি হইতে যত উচ্চ, সেই স্থানের বায়ু তত লঘু হয়। এই রূপ উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা অবনীর নিকটস্থ বায়ু ঘনীভূত হওয়াতে আমারদি-গের নিশ্বাস নিঃসরণের যোগ্য হইয়াছে ; কিন্তু বিবেচনা কর যে বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে উপরিস্থ বৃহৎ বায়ু রাশি দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত জন্য কুজ্ঝটিকাবৎ বা জলবৎ যদি ঘন হইত তবে তাহাতে আমরা ধূমাচ্ছন্ন বা জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্বাস নিঃসারণে অশক্ত হইয়া জীবনকে কি প্রকারে ধারণ করিতাম ! বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অতিশয় অল্প হইলেও কেবল অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা থাকিত। উপরিস্থ বায়ুর অল্প ভার প্রযুক্ত নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া এইক্ষণকার, অপেক্ষা লঘুতর হইলে আমারদিগের জীবন রক্ষার উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না। আমারদিগের শরীরের এই প্রকার স্বভাব আছে যে হৃদয় হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া আপাদ মস্তক সকল অঙ্গ পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এই প্রত্যাগতি কালে

তাহার জীবন ধারণ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অতি মলিন হয়, কিন্তু সেই মলিন রক্তের সহিত বায়ুর এপ্রকার সম্বন্ধ আছে যে তাহা নিশ্বাস দ্বারা হৃদয়স্থ রক্তে সংলগ্ন হইলেই সেই রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার জীবনোপযোগি গুণ ধারণ করে। শরীরের এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতিপলে প্রায় তিন মণ বায়ু আবশ্যক হয়, এবং আমরাও যথা প্রয়োজন সেই পরিমিত বায়ু প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমারদিগের দেহের এই অবস্থা থাকিয়া বায়ু যদি এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু হইত, তবে উপযুক্ত বায়ু বিরহে প্রয়োজন মত রক্তের পরিশুদ্ধি হইত না, সুতরাং তাহাতে রক্তের বিকৃতি হইলে আমরা এ সংসারকে দৃষ্টি করিতে আর থাকিতাম না। যে কোন ব্যক্তি অধিক উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি উত্থান করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন যে সে স্থানে বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা বশতঃ নিশ্বাস উপযুক্ত রূপে প্রবাহিত না হওয়াতে মহা ব্যামোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার দ্বারা কেহ কেহ মূর্চ্ছা গতও হইয়াছেন। বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা দ্বারা এই সকল দুর্ঘটনা হয়, ইহাতে অধিক লঘুতা হইলে কি আর এ পৃথিবী জীবের আবাস যোগ্যা হইত ?

মরুৎমণ্ডলের পরিমাণ অন্যথা হইলে বায়ুর সঞ্চালনও মহা উপদ্রবের কারণ হইত। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহ পিণ্ড যদি সমান বেগে গমন করে, তবে লৌহ পিণ্ড অবশ্য অন্য দ্রব্যকে অধিক বলের সহিত আঘাত করিবে, যেহেতু মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা লৌহ পিণ্ড অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক বল ধারণ করে। যে বেগে মৃত্তিকাপিণ্ড কোন অঙ্গকে কেবল বেদনা গ্রস্ত করে, সেই বেগে লৌহপিণ্ড

তাহাকে ভগ্ন করে। এইক্ষণে বিবেচনা কর যদি উপরিস্থ বায়ুর অধিক ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু গাঢ় হইত, তবে এইক্ষণকার লঘু বায়ুর যে মন্দ গতি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, শত গুণ গাঢ় বায়ু সেই গতি বিশিষ্ট হইলে এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় প্রবল জ্ঞান হইত, এবং সেই কল্পিত শত গুণ গাঢ় বায়ু এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় বেগবান্ হইলে শত গুণ বলিষ্ঠ হইয়া অরণ্য গৃহ প্রভৃতি সমুদয় উচ্ছিন্ন এবং ভূমিসাৎ করিত। তদ্রূপ বায়ুর লাঘব হইলেও এপৃথিবীর অমঙ্গলের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমান বায়ু মৃদু গতিতে সঞ্চালিত হইলে তাহার হিল্লোলে শরীরের স্নিগ্ধতা হয় এবং স্বচ্ছন্দতা জন্মে, কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা শত গুণ লঘু বায়ু সেই প্রকার মৃদু গতি বিশিষ্ট হইলে আমারদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচরও হইত না। এই রূপ যে প্রকারে বিবেচনা করা যায় সেই প্রকারেই বোধ হয় যে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণই এ পৃথিবীর উপযুক্ত এবং মঙ্গল জনক হইয়াছে। অতএব যে পুরুষ বায়ুর পরিমাণ মাত্রে এপ্রকার আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এ পৃথিবীর বিনাশ হইত, তিনি ধন্য — তিনিই ধন্য।

পঞ্চমাধ্যায়।

৬ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬

অগ্নির এই স্বভাব আছে যে তাবৎদ্রব্যের পরমাণু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরস্পর দূর দূর স্থায়ি করে।

তাহার এই গুণ প্রযুক্ত জল উত্তপ্ত করিলে তাহার অণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলের সহিত তাহার এই সম্বন্ধ থাকাতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে! সূর্য্যের তেজ সংযোগ দ্বারা সমুদ্রাদির জল বাষ্পরূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং বায়ু মণ্ডলের যে স্থানীয় বায়ুর সহিত সেই বাষ্পের ভার সমান হয়, সেই স্থানে স্থির হয়, এবং তথাকার শীতল বায়ু দ্বারা তাহার অণু সকল পুনর্ব্বার একত্র হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে। নদী বা সরোবর হইতে অবিরতই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার অণু সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত সকল কালে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু শীতকালে সরোবরাদির উপরিস্থ শীতল বায়ুতে সংযুক্ত হইবা মাত্র বিন্দু বিন্দু হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া কুজ্ঝটিকা জন্মে। সেই রূপ অদৃশ্য বাষ্প সমূহ মরুৎ মণ্ডলের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে উত্থান পূর্ব্বক শীত দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে।

এই রূপে উৎপন্ন মেঘ মাত্র জন্তু এবং উদ্ভিজ্জ উভয়েরই উপকারের কারণ। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে মেঘহীন উষ্ণকালের এক মাস অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন সপ্তাহ মাত্রে বৃক্ষাদি অধিক বৃদ্ধি হয়; এবং এই মেঘের অংশ সকল শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া গাঢ় হইলে বৃষ্টি হয়, যে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার না হইতেছে? ইহাতে ধান্যাদি শস্য এবং আম্রাদি ফল উৎপন্ন হইয়া নানা জীবের জীবিকা দান করিতেছে, এবং বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উত্তাপ হ্রাস জন্য মনুষ্যাদি সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিতেছে।

বাষ্পের দ্বারা আর এক অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির পত্রে এই প্রকার গুণ আছে যে তাহাতে বাষ্প লগ্ন হইলে সেই পত্র তাহাকে গ্রাস করে। এই গুণ থাকাতে পৃথিবী হইতে সর্ব্বদা যে সকল বাষ্প উত্থান করে তাহা বৃক্ষাদির পুষ্টি জনক হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম কালে যখন তীক্ষ্ণতর রৌদ্র দ্বারা পৃথিবী নীরসা হওয়াতে বৃক্ষগণ শুষ্ক প্রায় হইতে থাকে, তখন সূর্য্যের অধিক উত্তাপে অধিক ভাগে বাষ্প উত্থিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে। বর্ষার ন্যায় শীত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বাষ্প অল্প দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া শীত দ্বারা সঙ্কুচিত প্রযুক্ত শিশির রূপে পতিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে, এবং শস্য সকলকে উৎপন্ন করে। এই রূপে যে কালে যে প্রকার প্রয়োজন, পরমাশ্চর্য্য নিয়ম বশতঃ সেই কালে সেই পরিমিত বাষ্পের কার্য্য উৎপন্ন করিয়া পরমেশ্বর সাধারণরূপে অবনীর মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

অন্য অন্য দ্রব্যের ন্যায় জলেরও এই স্বভাব আছে যে শীত দ্বারা ঘন হইয়া ভারী হয়, এবং তেজ দ্বারা তরল হইয়া লঘু হয়। যে সকল শীতল দেশে অত্যন্ত শীত দ্বারা জল কঠিন হইয়া বরফ হয় তাহাতে যদি সেই বরফ জলের উক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ভারী হইয়া জল মধ্যে একবার মগ্ন হইত, তবে তাহা আর দ্রব হইবার কোন উপায় থাকিত না, যেহেতু সূর্য্যের তেজ নদী সমুদ্রাদির উপরি ভাগে সংলগ্ন হইয়া যদিও কিয়দংশ জলকে উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিত, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল লঘুতা প্রযুক্ত নিম্নে মগ্ন না হওয়াতে নীচের বরফে গ্রীষ্ম লগ্ন হইতে পারিত না,

সুতরাং তাহা কদাপি আর দ্রব হইবার সম্ভাবনা থাকিত না ইহা হইলে শীতল দেশের নদী বা সমুদ্র সকল যাহা শীত কালে কঠিন হইয় বরফ হয়, তাহারা আর কদাপি দ্রব না হওয়াতে নৌকাদির গম্য হইত ন, এবং জল জন্তুর আবাস যোগ্য হইত না। কিন্তু জগদীশ্বর এসকল দুর্ঘটনার শঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন; তিনি এই মহোপ-কারি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে জল যদিও শীত দ্বারা ঘন ও ভারী হইতে থাকে, কিন্তু যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া বরফ হয়, তখন বিস্তারিত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জল মধ্যে মগ্ন না হইয়া তাহার উপরি ভাগে ভাসমান থাকে। ইহাতে মৎস্যাদি জলচর গণ তাহারদিগের উপরি ভাগে অ-ট্টালিকার ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া বহিঃ শীত হ-ইতে রক্ষিত হয়, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া ক্রীড়া ক-রত স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে সেই বরফ দ্রব হইলে নৌকাদি নিঃশঙ্কায় গমনাগমন করিতে শক্ত হয়।

অতএব যে পুরুষ জল এবং তেজের এই এক সম্বন্ধ মাত্র দ্বারা এপ্রকার অপূর্ব্ব ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন যাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এপৃথিবীর সুখ দূরে থাকুক, সমুদয় মর্ত্ত্য জীবের উচ্ছেদ হইত, তাঁহার মহিমা কি আশ্চর্য্য এবং করুণা কি অনির্ব্বচনীয়.

ষষ্ঠাধ্যায়।

৫ পৌষ ১৭৬৬

পরমেশ্বর দ্রব্য মাত্রের সহিত আমারদিগের কর্ণের এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন যে পরস্পর দ্রব্যের প্রতিঘাত দ্বারা স্পন্দিত বায়ু কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দের জ্ঞান হয়। বাগ্‌যন্ত্র সকলকে এপ্রকার বিচিত্ররূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের সুকৌশলযুক্ত প্রতিঘাতে সুশব্দ বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে যে বাক্যের দ্বারা আমরা সুখ, দুঃখ, বাসনা প্রভৃতি মনের ভাব অন্যের নিকটে অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছি। এই জড়পদার্থ জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে তাহাতে কোন ভাবের উদয় মাত্র বাক্য যন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং সেই জিহ্বাদির প্রতিঘাতের সহিত পুনর্ব্বার কর্ণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ যে তদ্দ্বারা এক ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র অন্য কত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে রোগ বা যন্ত্রণা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি। আত্মীয়তা, সদালাপ, সৎপরামর্শ, জ্ঞানোপদেশ, ইত্যাদি সুখের হেতু সকল এই বাক্য বিনা কোথায় থাকিত! কিন্তু বর্ত্তমান এই কিঞ্চিৎ উপকার মাত্র কি বাক্যের ফল? ইহার দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুর সহিত পুষ্পের সৌরভ যে প্রকার সঞ্চালিত হয়, ভাষার স্রোতে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই প্রকার পরম্পরা আবহমান হইয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ক্রমশঃ

অধিক হইতেছে। মনুষ্য পূর্ণ শতায়ু হইলেও কেবল আপন চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে শক্ত হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার আপন জীবন পালন করাই দুঃসাধ্য হয়। ইহাতে পদার্থবিচার, জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্র কি প্রকারে কেবল এক ব্যক্তির যত্ন দ্বারা লব্ধ হইত? এক ব্যক্তি জলের গুণ শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি বায়ুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার গুণ অবগত হইয়াছেন; এইরূপে পদার্থ বিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সূর্য্যের দূর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহ চন্দ্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, অপর কেহ গ্রহণ গণনা স্থির করিয়াছেন; এইরূপে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে পরম্পরা সাহায্য দ্বারা সমুদয় বিদ্যা প্রকাশ হইয়া ভাষার সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্রের উপদেশ আমরা গ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এবং পরম্পরা শ্রুতির প্রবাহ প্রচলিত জন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্ম লাভও করিতেছি। বিবেচনা করিলে ভাষা ভূতকালকে বর্ত্তমান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ করিতেছে; দূরকে নিকট করিতেছে, বিদেশকেও স্বদেশ করিতেছে। অতি প্রাচীন কালে অতি দূর দেশীয় মনুষ্যের চিত্তে যে অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষার দ্বারা এইক্ষণে আমারদিগের মনে স্থাপিত হইতেছে। এই ভাষার অভাব হইলে কোন গ্রন্থ প্রস্তুতই হইত না, কোন বিদ্যার চর্চ্চাই থাকিত না, সুতরাং বিদ্যার অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যের আর কি মনুষ্যত্ব থাকিত?

শব্দের বিচিত্রতা দ্বারাও অনেক মঙ্গল সম্ভব হয় বৃক্ষের দুই পত্র যেরূপ সমান নাই, এবং দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যে প্রকার সমান নহে, দুই জন্তুর স্বর সেইরূপ সমান হয় না। শব্দের এই বিচিত্রতা সামান্যতই সুখের কারণ; এক শব্দ অতি সুশ্রাব্য হইলেও তাহার ক্রমাগত শ্রবণ বিরক্তিজনক হইত। পরস্পর সকল মনুষ্যের পৃথক্ স্বর প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির শরীর দৃষ্ট না হইলেও বাক্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতা দূর হইতে সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে গমন করেন, এবং গাভী সহস্র বৎসের মধ্য হইতেও তাহার আপন শাবকের চীৎকার শুনিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু যাহাতে আমারদিগের কেবল আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাই কি পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রদান করিয়া ক্ষান্ত আছেন? যতক্ষণ আমরা বিশেষ সুখি না হই ততক্ষণ তাঁহার করুণা আমারদিগের প্রতি নিরস্তা নহে। তিনি বিহঙ্গ সকলকে সেই প্রকার সুস্বর প্রদান করিযাছেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত উদাস হয়; তিনি বাক্য যন্ত্রে সেই গুণ স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে মনোহর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে উল্লাস জন্মে। এসকল আমারদিগের জীবন পালনের জন্য আবশ্যক নহে, আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও সম্যক্ আবশ্যক হয় না,—আমরা যে বিশেষ রূপে সুখি হই এই নিমিত্তেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগের সম্বন্ধে স্বরকে বিশেষ আমোদের কারণ করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর, তুমি কোন বিষয়ে সুখ বিস্তার করিতে আমারদিগকে বিস্মৃত হও নাই, আমরা যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

সপ্তমাধ্যায়।

১৯ পৌষ ১৭৬৬।

পরমেশ্বর আলোকের সহিত আমারদিগের চক্ষুর এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন, এবং চক্ষুর সহিত মনকে এপ্রকার সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দ্রব্য স্থিত আলোক চক্ষুতে প্রতিভাত হইলে রূপের দৃষ্টি হয়। চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য আর কি আছে, যে চক্ষু এরূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎকে দর্শন করিতেছে? চক্ষু অতি কোমল বস্তু, কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় করুণাপূর্ণ পুরুষ দুই কবাট সেই চক্ষুর্দ্বারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে। কি জানি এক চক্ষু কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হয়, এবিবেচনায় মনুষ্যকে তিনি দুই নেত্র প্রদান করিয়াছেন। কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্য তাহাতে এমত কৌশল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে। নানা দিগে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন, যে তাহাকে ইচ্ছা মাত্র নানা দিগে চালনা করা যায়। স্থান বিশেষে আলোকের ন্যূনাধিক্য হয়, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর পুত্তলিকার এরূপ স্বভাব করিয়াছেন, যে অল্প আলোক সংযোগে তাহা বিস্তৃত হয়, এবং অধিক

আলোক সংযোগে সঙ্কুচিত হয়। এই অপূর্ব্ব নিয়ম বশতঃ ছায়াতে বা অল্প আলোক বিশিষ্ট স্থানে বিস্তৃত চক্ষুর পুত্তলিকা দ্বারা অধিক ভাগে আলোক গৃহীত হয়, এবং পূর্ণালোক যুক্ত স্থানে সঙ্কুচিত পুত্তলিকা দ্বারা অল্প ভাগে আলোক গৃহীত হয়; এই জন্য অল্প আলোকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুর অদর্শন হয় না, এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের পূর্ণালোকেও চক্ষুর পীড়া জন্মে না।

এই আশ্চর্য্য চক্ষু দান দ্বারা পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি যে কি প্রকার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্ধ ব্যক্তির অবস্থাকে আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবেক। সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কত সুদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কত বিষয়ের জ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কত মহিমা সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়াছে। সে পরের সাহায্য বিনা পাদ মাত্রও বিক্ষেপ করিতে পারে না, এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্ষ্য আহরণ করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার অপেক্ষা বুদ্ধি শূন্য পশু জন্তকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর চক্ষু দান দ্বারা আমারদিগকে এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সহস্র প্রকারে জ্ঞান ও সুখের উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যে স্থানের লোকেরা আমারদিগের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ কেবল দৃষ্টি মাত্র বিহীন হয়, এবং যদি তাহারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়, যে চক্ষু নামক এক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্দ্ধ জগৎকে এককালীন দর্শন করিতেছি, মনোহর পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি করিয়া প্রফুল্ল হইতেছি, নির্ভয়ে নদ নদী সমুদ্র পার হই-

তেছি, মহোচ্চ পর্ব্বত সকলকে পরিমাণ করিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে শক্ত হইতেছি, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু প্রভৃতির দূর এবং গতি নির্ণয় করিতেছি, ইহা শুনিযা কি তাহারা বিস্ময়াপন্ন হয় না ? অপরন্ত সূর্য্যোদয়ের, বারিবর্ষণের, বা সন্ধ্যাকালের পূর্ব্ব চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া যদি তাহারদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, যে আর এক দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় হইবে, বারিবর্ষণ হইবে, বা সন্ধ্যাকাল আগত হইবে ; অথবা শরীরের ভাব দেখিয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণের ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ প্রভৃতি যদি ব্যক্ত করা যায়, তবে তাহারা আমারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কি অপ্রাকৃত মনুষ্যরূপে উপলব্ধি করে না ? আমরা যে সকল হিংস্র জন্তু দ্বারা বেষ্টিত আছি, এবং শরীরের অনিষ্টকারি যে নানা বিধ দ্রব্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছি, তাহাতে চক্ষুর অভাব হইলে কারাগার হইতেও এ অন্ধকার সংসার কি ক্লেশাগার হইত না ? তখন জ্ঞানের বৃদ্ধি কি প্রকারে হইত, যখন কেবল কোন এক অট্টালিকার আকৃতি ও পরিমাণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে সমস্ত জীবন ক্ষয়ের সম্ভাবনা। ইহাতে বিদ্যার প্রকাশ, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্যের রক্ষণ কি প্রকার সম্ভব হইত ? "যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে" শ্রুতির এই উপদেশানুসারে পরমেশ্বরের মহিমাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম, যদি তাঁহার মহিমা প্রকাশক জগৎকে দর্শন করিবারই সামর্থ্য না থাকিত ?

অতএব যিনি ভূমিকে সর্ব্ব কালে শ্যাম বর্ণ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্ত কালে নব পল্লব যুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যতা সম্পাদন করিতেছেন,

যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগের মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

অষ্টমাধ্যায় ॥

৭ মাঘ ১৭৬৬ শক।

রসেন্দ্রিয় জিহ্বাদির সহিত রসবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইলে যে প্রকার স্বাদু জ্ঞান হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাতে আঘ্রেয় দ্রব্যের পরমাণু সকল লগ্ন হইলে সেই প্রকার গন্ধের অনুভব হয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের রচনাতে জগদীশ্বর কি সুখ বিধায়ক কৌশল সকল প্রকাশ করিয়াছেন! তাহার-দিগকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা স্বাদু গ্রহণ কালে পীড়াজনক গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ দ্বারা আস্বাদন সুখ দ্বিগুণ হইতেছে; ক্ষুধার সহিত তাহারদিগের এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়াছেন, যে ক্ষুধাকালে যে দ্রব্যকে অমৃত তুল্য সুস্বাদু জ্ঞান হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি পরে যখন অতিরিক্ত আহার দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বিস্বাদু বোধ হয়, এবং তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্লানিজনক হয়, এই সঙ্কেত দ্বারা আমরা পান ভোজনের

পরিমাণ অনায়াসে জানিয়া শরীরের সুস্থতা বিধান করিতে-ছি। অন্য অন্য প্রয়োজন অপেক্ষা মুখ্য রূপে সুখ বিত-রণের জন্যই পরমেশ্বর এই দুই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘ্রাণ বিনা পদ্মের নাম কি মনোহর হইত? স্বাদু বিনা আম্র ফল কি এই রূপ আহ্লাদের কারণ হইত? এবং উদ্যানের স্মরণে চিত্তে কি এই প্রকার প্রফুল্লতার উদয় হই-ত? বিশেষতঃ এই সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু দ্রব্য এক প্রকার নহে — শত প্রকারও নহে; দেশ বিশেষে, স্থান বিশেষে বিচিত্র রচনা দ্বারা অগণ্য প্রকার সুখ সেব্য বস্তুতে জগ দীশ্বর পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। বসন্ত কালের নানা বিধ কুসম সৌরভ,এবং গ্রীষ্ম শরদাদি কালের বিচিত্র-স্বাদু সস্য ফলোৎপত্তি স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের অপার দয়া কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

ইহা সত্য যে এপৃথিবীতে দুর্গন্ধি ও বিস্বাদু বস্তুও আছে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের করুণারই প্রকাশ দেখিতেছি। অপরিষ্কৃত দ্রব্য লিপ্ত বায়ু সেবন দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব কৃপাবান্ পরমেশ্বর সেই দ্রব্যকে দুর্গন্ধি যুক্ত করি-য়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা সাবধান হইয়া সেই পীড়া-দায়ক বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ থাকি। গলিত দ্রব্যের ভক্ষণ দ্বারাও রোগোৎপত্তি হয়, অতএব তিনি তাহাতে বিস্বাদু প্রদান করিয়াছেন, যে তৎ প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমরা শরীরেব স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করি। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কি অহিতকারী আছে?

জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে— কি আশ্চর্য্য রূপে এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পরিমাণ করিয়াছেন। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়

এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বল ধারণ করিত, তবে যে সকল দুর্গন্ধ দ্রব্য দূরস্থ প্রযুক্ত তাহার অল্পমাত্র পরমাণু নাসিকাতে লগ্ন হওয়াতে এইক্ষণকার অল্প ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা তাহার গন্ধ অনুভূত হইতেছে না, ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহার সেই অল্প পরমাণুই সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দায়ক হইত ; এবং যে সকল অল্প দুর্গন্ধ লোকালয়ের সকল স্থান হইতে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, তাহাও সহস্র গুণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মহা বিরক্তির কারণ হইত। এইরূপ ঘ্রাণ শক্তি যদি সহস্র গুণ অল্প হইত, তবে যে সকল নিকটস্থ দুর্গন্ধি বস্তু মিশ্রিত বায়ু সেবন দ্বারা সহসা পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার দুর্গন্ধ অনুভূত হইত না, সুতরাং অসাবধান প্রযুক্ত সেই পীড়া দায়ক দ্রব্যের অণু সকল দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে শরীরের অস্বস্থতা জন্মাইত ; এবং যে সকল দ্রব্যের মনোহর সৌরভ দ্বারা যথেষ্ট রূপে চিত্ত আমোদিত হইতেছে, ঘ্রাণ শক্তির হ্রাসতা প্রযুক্ত এইক্ষণকার ন্যায় তাহার প্রচুর সুগন্ধ অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে পৃথিবীর কত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। এই প্রকার রসেন্দ্রিয়ের শক্তিও অন্যথা হইলে মহা দুঃখের কারণ হইত ; যে সকল উপকারি বস্তুর স্বাদু এইক্ষণে কিঞ্চিৎ কটু বোধ হয়, আমারদিগের রস গ্রহণ শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা শত গুণ কটু হইলে রসনাতে কি স্পর্শ করিতে পারিতাম ? অনেক বিধ ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থতা জন্মে, কিন্তু রসেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বল দ্বারা লবণ রসের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা হইলে তাহাকে জিহ্বাতে সংলগ্ন করিতেও অশক্ত হইতাম

সুতরাং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারিত। এই রূপ স্বাদু শক্তি হ্রাস হইলেও অনেক অমঙ্গলের সংঘটনা হইত ; বিস্বাদু প্রযুক্ত যে সকল পীড়া জনক গলিত দ্রব্য এইক্ষণে ভক্ষণ না করি, স্বাদু শক্তি শত গুণ অল্প হইলে তাহার বিস্বাদু সম্যক্ রূপে অনুভূত হইত না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইতাম ; এবং যে সকল সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদ দ্বারা এইক্ষণে প্রচুর রূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারদিগেরও উপযুক্ত স্বাদু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কত আস্বাদন সুখে বঞ্চিত থাকিতাম।

অতএব যে পুরুষ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রতি প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, এবং যিনি ইহারদিগের পরিমাণ মাত্রে এ প্রকার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন নিমেষের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।